প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

বিশৃঙ্খল ব্যাঙ্কিং খাতের জীয়ন কাঠি – কমপিউটারায়ন

– নাজীমউদ্দিন মোস্তান

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ও উদ্যম প্রসারে প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক বাধা হিসাবে অর্থমন্ত্রী এম. সাইফুর রহমান ও শিল্পমন্ত্রী এ. এম. জহিরুদ্দিন খান ব্যাঙ্কিং খাতের বিশৃঙ্খলাকে দায়ী করেছেন। সম্প্রতি টাকাকে বিদেশী মুদ্রার সাথে পরিপূর্ণভাবে রূপান্তরযোগ্য করায় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বার বার পিছিয়ে যাচ্ছে, আতঙ্কে। খাদ্যশস্যে দেশ স্বনির্ভর হবার পর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ও শিল্পে সমৃদ্ধ হবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংক হচ্ছে যাবতীয় অর্থনৈতিক উদ্যোগের উৎসমুখ। দেশের ব্যাংকারগণ কর্মসময় বাড়িয়েও দিবসের কাজ দিবসে শেষ করতে যখন হিমশিম খাচ্ছেন, তখন এর উপর অবাধ বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের স্তরে অর্থনৈতিক উত্তরণের জন্য আমাদের ব্যাংকিংখাত প্রস্তুত কিনা, এটাই এক বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পুরোপুরি কমপিউটারাইজড। বিশ্ববাণিজ্যের গতির সাথে তাল মিলিয়ে অত্যাধুনিক তথ্যবিনিময় নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে বিশ্বব্যাংকিং ব্যবস্থা। এর সাথে সেবা গ্রহণকারী গ্রাহকদের জন্য ফ্রন্ট অফিস পরিসেবা দান, দিবারাত্র ইলেকট্রনিক-কমপিউটারাইজড পদ্ধতিতে অর্থ উত্তোলনের টেলর মেশিন, ব্যাক অফিসে জাবেদা খাতার ভারমুক্ত স্বাচ্ছন্দ কর্মজীবন, দক্ষতম সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাবতীয় সমস্যা সমাধানের অভিনব কৌশল ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এসেছে ব্যাঙ্কের জীবনে। ৬০-এর দশকে ঢাকায় কমপিউটার আসে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তুলনায় সেদিন ঢাকা ছিল অগ্রসর। গত আড়াই দশকের গাফেলতি ও ব্যর্থতায় সে বিকাশ মুখ থুবড়ে পড়ায় ব্যাঙ্কিং খাতে কয়েক যুগের বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য পুঞ্জীভূত হয়েছে। সরকারী ব্যাংকিং খাত এমনি বিশৃঙ্খল, এসব ব্যাঙ্কের শীর্ষকর্তারা পর্যন্ত এখন তাঁদের ব্যক্তিগত একাউন্ট রাখেন ঢাকায় কমপিউটারাইজড বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংক শাখায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ খাতে কমপিউটারায়নে কোন নেতৃত্ব দিতে পারেনি। ব্যাংকিং খাতের দুর্দশা ও বিশৃঙ্খলা মোচনে কমপিউটার ব্যবহার সম্পর্কে সরকার ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রায় বাধ্যবাধকতার মধ্যে এনেছে বিশ্বব্যাংক ও আইডিএ-র চার বছর মেয়াদী প্রকল্প – ফিনান্সিয়াল সেক্টরে রিফরম প্রজেক্ট (FSRP)।

অর্থনীতির চালিকা শক্তি ব্যাংক

ব্যাংক হচ্ছে অর্থসৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান। দেশে প্রচলিত মোট মুদ্রা আমানতকে ভিত্তি করে ও পল্লবিত ঋণের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের বিলিবন্টনে বিশাল ফর্মলগত সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ মঞ্জুর, ঋণ দান, মূলধন আমানত গ্রহণ ও অর্থ উত্তোলন, বানিজ্যিক আমদানীর ঋণপত্র খোলা, অর্থ স্থানান্তর, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্যের আলোকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসমূহে অংশ গ্রহণ, আন্তর্জাতিক লেনদেনে অংশগ্রহণ, রাষ্ট্রীয় ঋণের অংশতঃ দায়িত্ব গ্রহন, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি নির্বাচন, অর্থনীতিকে মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময়ের আওতায় আনার চিরাচরিত কর্ম ও পদ্ধতি ছাড়িয়ে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে এক অখন্ড বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি ও বিনিময় (exchange) কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতকে সে পর্যায়ে এগিয়ে নেবার জন্য ৬০-এর দশকের কমপিউটারায়ন অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে নেবার দরকার ছিল। কিন্তু শাসকদের দূরদৃষ্টির অভাব এবং কমপিউটার ভীতির কারণে ব্যাংকিং ব্যবস্থা আজও আদিম ও প্রাকৃত স্তরে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার অনগ্রসরতা জাতির অনগ্রসরতার ভিত্তি পাকাপোক্ত করেছে।

বেসরকারী খাতের ব্যাংক ও বিদেশী ব্যাংকগুলি– আমেরিকান এক্সপ্রেস, ব্যাংক ইন্দোসুয়েজ, গ্রীন্ডলেজ, এবি ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক, এমনকি গ্রামীণ ব্যাংক ধীরে ধীরে কমপিউটারাইজড ব্যাংকিং এর দিকে অগ্রসর হয়েছে। দ্রুত গ্রাহক সুবিধা প্রদান, দ্রুততর লেনদেন, সঠিক হিসাব রক্ষণ, নীতিনির্ধারনের জন্য তথ্য বিশ্লেষণ, বিদেশের ব্যাংক সমূহের সাথে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের ব্যবস্থা গড়ে তোলার ফলে বেসরকারী ব্যাংকগুলি আজ লাভজনক বিকাশের পর্যায়ে পৌছেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং এর উন্নত অবস্থা থেকে কেবল বাংলাদেশ নয়, ভারতও অনেক দূরে। এ ধরণের ব্যবস্থা নিয়ে টাকার রূপান্তর যোগ্যতা নিশ্চিত করতে গেলে সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স টাকার পুরাপুরি বিনিময়যোগ্য করার সুবিধা ও অসুবিধার ১২টি দিক সনাক্ত করতে গিয়ে বলেছে, তাৎক্ষনিক পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনার মত যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দ্বিতীয়তঃ সম্পূর্ণ সজাগ এবং পরিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সজাগ মনিটরিং এর অভাব এ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রনহীন করে তুলতে পারে। এ কথাটির অর্থ হচ্ছে, বাংলাদেশের মুদ্রা বর্তমানে বানিজ্যিক লেনদেনে বিনিময়যোগ্য হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন বাড়বে বিপুলভাবে। পাকিস্তান এভাবে রূপীকে রূপান্তরযোগ্য করতে গিয়ে দক্ষতার অভাবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং-এর সাথে পাল্লা দিতে না পেরে দেউলিয়া হয়ে গেছে। এদেশে ব্যাংকগুলি আজও তাদের হিসাব সংরক্ষণ আধুনিক করেনি। অথচ প্রতিটি একাউন্ট ও লেনদেনের জন্য ঠিক সে মুহূর্তে সারা বিশ্ব তন্ন তন্ন করে খোঁজা এবং তার ফলাফল ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করে এক সজাগ সতর্ক ব্যবস্থা নির্মাণ এ সময়ের দাবী। আরও দশটি দিকে জাতীয় ব্যাংকগুলি দুর্বল।

কিন্তু এদিকটির দুর্বলতা সীমাহীন। বাংলাদেশ ব্যাংক সহ ১৪টি ব্যাংক তাদের আন্তব্যাংক লেনদেন মনিটরিংও এখন পর্যন্ত আধুনিক করতে পারেনি। কমপিউটারায়নের মাধ্যমে ব্যাংককে দক্ষতর না করার ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা কৌতুহল হলেও জাতির জন্য হৃদয় বিনারক। ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তিগত মোক্ষ শিকারী ব্যাংকিং আমলাতন্ত্রের চাপে নিষ্পিষ্ট ও উপেক্ষিত হচ্ছে কমপিউটার কর্মীরা। এদেশে যথেষ্ট মেধাবী কমপিউটারবিদ থাকলেও সরকার উদারভাবে

আন্তর্জাতিক অর্থ লেন-দেনে তথ্য প্রযুক্তি

ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বিশ্বের দেশে দেশে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ লেন-দেনের নেটওয়ার্ক SWIFT (Society for World Wide Interbank Financial Telecommunications) নামক ব্রাসেলসভিত্তিক একটি সংস্থা। নিউইয়র্কের সিটি ব্যাঙ্ক কর্পোঃ দিয়ে যাত্রা শুরু করে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং কার্যক্রমসমূহ এখন এর মাধ্যমে সহজেই সম্পন্ন হচ্ছে।

সারা বিশ্বের প্রায় সাড়ে তিন হাজার ব্যাঙ্ক SWIFT -এর সদস্য। এর প্রথম ফসল SWIFT - 1 ৬০টি দেশের ২৯০০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সংযুক্ত করেছে।

SWIFT -এর রয়েছে একটি কমপিউটারাইজড টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম যার সাহায্যে অল্প খরচে দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভুলভাবে বিভিন্ন ধরনের অর্থ বিনিময়ের ডাটা আদান-প্রদান করা যায়। এটি আন্তর্জাতিক অর্থ সম্প্রদায়কে তথা প্রসেসিংয়ের তুলনাহীন সেবা এবং সুযোগ প্রদান করে থাকে। ব্যাঙ্ক এবং অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কার্যক্রম একটি মাত্র মানে (standard) আনতে SWIFT -এর অবদান অনেক। কমন ব্যবসায়িক ভাষা উদ্ভাবন এবং ব্যবহারকারীদের বিশ্বব্যাপী টেলিকম নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করার সুযোগ প্রদান করায় SWIFT অর্থ জগতে একটি একত্রীভূত শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই নেটওয়ার্কটি সনাতন ডাক ব্যবস্থা, ক্যাবল এবং টেলেক্সের জায়গা দখল করছে। এটি দিনে ২ ঘন্টা সপ্তাহে ৭ দিন কাজ করে। সারা পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্কের মারফত প্রতিদিন ১১ লক্ষের বেশি ম্যাসেজ আদান-প্রদান হয়ে থাকে। ডেডিকেটেড ট্রান্সমিশন লাইন দিয়ে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রের আন্তর্জাতিক ডাটা ট্রান্সমিশন নেটওয়াকের সাহায্যে মুদ্রা হস্তান্তর হয়ে থাকে।

SWIFT-ভুক্ত ব্যাঙ্কগুলো তাদের জমা, অগ্রিম এবং রেমিটেন্সের জন্য বিদ্যুট ক্লিয়ারিং হাউস হিসাবে কাজ করছে। লেন-দেন সময় কমে গেছে অনেক, ভাসমান সুদ (floating interest) পৌছেছে শূণ্যের কোঠায়। গ্রাহকগণ সুবিধা পাচ্ছেন বিনিময় উঠানামা (exchange fluctuation) এর হ্রাসকৃত ঝুঁকি।

SWIFT-এর সদস্য হলে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাঙ্কসমূহ অধিকতর সেবা প্রদান করতে পারে। সংযোগ রক্ষাকারী (corresponding) ব্যাংকসমূহের সেবাও ত্বরান্বিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সরাসরি সংযোগ পাওয়া যায় বলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয় রপ্তানীকারকদের।

তাদেরকে জাতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য আহবান জানাননি।

Thorough Reform of Banking Sector Needed শিরোনামে চেম্বার নেতৃবৃন্দ সাম্প্রতিক এক নিবন্ধে বলেছেন, It is distressing to note that about 70 percent of $30 million fund, provided by the ADB for development and support of small and cottage industries projects, have remained unutilized in last two years or more, because of management and other operational problems.

জ্ঞাবেদা খাতা লিখতে লিখতে ব্যাঙ্কারদের প্রাণান্তকর অবস্থা। ৩ হাজার কোটি টাকার জাতীয় আয় গত ২২ বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু ব্যাংকিং কাজের গতি ও ছন্দ সেই সাবেকী রীতি ও পদ্ধতিতে বন্দী। দেহ ক্ষয় না করেও মগজের শক্তিকে বহুগুণ পল্লবিত করে কমপিউটার। ব্যাংকের হিসাব রক্ষা ও পরীক্ষণের যাবতীয় নিকাশ অতিদ্রুত, নিখুত ও নির্ভরযোগ্যভাবে সম্পাদনের জন্য লেজার তৈরী, লেনদেন, যথার্থতা বিশ্লেষন, আধামিনিটের মধ্যে একেকটি একাউন্ট নতুন তথ্যসহ সম্পূর্ণ নূতন ভাঁজে সাজিয়ে ফেলা, ২/৩ মিনিটের মধ্যে সমস্ত তথ্যভান্ডার ঘেঁটে একেকটি একাউন্টের মাসিক হিসাব উপস্থাপন, বাণিজ্যিক ফরম সমূহের ফরমেট রক্ষা ও তার তাৎক্ষণিক চৌকষ ব্যবহারের জন্য আমাদের দেশে কিছু কিছু সফটওয়্যার তৈরী ও ব্যবহৃত হচ্ছে। দীর্ঘদিন এদেশে ব্যবহৃত হয়নি এমন সফটওয়্যার না কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারী ব্যাংকগুলো আধুনিক ও উন্নতমানের নতুন নতুন সফটওয়্যার ব্যবহার অলিখিতভাবে নিষিদ্ধ করে রেখেছে। কিন্তু ব্যাংকিংয়ে সফটওয়্যার এগিয়ে গেছে অবিশ্বাস্য উন্নতস্তরে। আন্তর্জাতিক লেনদেনে ত্রুটিবিচ্যুতি, জালিয়াতি ও কারচুপি ধরে ফেলার সফটওয়্যারগুলো এখন বিশ্বব্যাংকিং ব্যবস্থায় অস্ত্র হয়ে উঠেছে। বিসিসিআই ব্যাংকের পতন ঘটানোর জন্য পাশ্চাত্যের ব্যাংকগুলি এই ব্যাংকযুদ্ধেও কমপিউটারের শানিত প্রয়োগ দেখিয়েছে ইরাক-মার্কিন যুদ্ধের মতই নির্মম কায়দায়। লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের ব্যাংকিং সফটওয়্যার লাভজনকভাবে ব্যবহারেই পাশ্চাত্যের ব্যাংকসমূহের ব্যাংকিং খাতে বিশ্বজোড়া সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু এর কিছুই আমাদের নাগালের মধ্যে নেই।

দিশাহারা অবস্থা

টাকার সাথে ডলারের অবাধ রূপান্তর যোগ্যতা- Full convertibility নিয়ে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকের

হারানো সে দিনের কথা- - -
বাংলাদেশ ছিল ব্যাঙ্ক কমপিউটারায়নে এ অঞ্চলের পথিকৃত। আজ শেষ কাতারে

বাংলাদেশে ব্যাঙ্ক কমপিউটারায়ন শুরু হয়েছিল অনেক আগে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ তখনও পড়েছিল পিছনে। কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাবে বাংলাদেশ আজ সব চাইতে পশ্চাৎপদদের কাতারে। কমপিউটার সোসাইটির আনিসুর রহমান সহ সেকালের পথিকৃতদেরা সেদিনগুলোর কথা স্মরণ করেছেন সম্প্রতি।

১৯৬৭ সনে ঢাকায় ব্যাঙ্কিংখাতে প্রথম কমপিউটার উদ্বোধন করেছিলেন মোনায়েম খান। তৎকালীন হাবিব ব্যাঙ্ক (বর্তমানের অগ্রণী) স্বাধীনতার চারবছর আগে কমপিউটারাইজেশনের সূচনা করলেও অগ্রগতিতে ছেদ পড়ে মুক্তিযুদ্ধের পর। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে centralised, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার চিন্তা প্রবল হলে সরকার হুকুম জারী করে যে, একমাত্র বাংলাদেশ ব্যাঙ্কই কমপিউটার ব্যুরো গড়ে তুলবে, বাকীরা সেখান থেকে কাজ করিয়ে নেবে। কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রীতি ৭০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে শেষ হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কিং খাতে জনতা ব্যাঙ্কের সদর অফিসে ২টা এপল ও ২টা কমপিটেবল পিসি ছাড়া ৮০-দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত অগ্রগতি আর ঘটেনি। যে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের কমপিউটারের উপর এদেশের ব্যাঙ্ক রাজ্যকে নির্ভর করতে বলা হয়েছে, তাদের সাচ্ছল্য কমপিউটারায়ন আইবিএম মেইনফ্রেম সিস্টেম ৩৬০ হতে ৩৭০-এ এগিয়ে নিশ্চল। এখন তাঁরা নিজস্ব বুলেটিনের ডেডলাইনের বাইরে আর তেমন কোন কাজে এ কমপিউটার ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করেননি। ইতিমধ্যে এশীয় দেশগুলো এগিয়ে গেছে অবিশ্বাস্য গতিতে।

পাকিস্তান আমলে হাবিব ব্যাঙ্ক ঢাকার জন্য ৩০ লক্ষ টাকা দিয়ে কমপিউটার কিনেছিল। তাদের মেশিন ছিল ICL 1401। স্বাধীনতার পর আইসিএল ঢাকায় অফিস পরিচালনা লাভজনক মনে করেনি। তখন ভারতের বোম্বাইর অফিসের মাধ্যমে এখানকার মেশিন দেখা শোনা করা হতো। ১৯৭৫-এর রক্ষণাবেক্ষণের সমস্যায় অগ্রণীর ১৪০১ দুর্বল হয়ে আসে, ১৯৭৯ সনে তার দশা মুমূর্ষ। অন্যান্য ব্যাঙ্ক যে কমপিউটার দাবী করেনি, তা ঠিক নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে কমপিউটারের ক উচ্চারণ করলেও একধরনের ইতিহাসবিদ কিংবা ঘোড়দৌড় বা রবীন্দ্রসঙ্গীতে বুঁদ আমলাদের নিয়ে গড়া ন্যাশনাল কমপিউটার কমিটির আগাম অনুমোদন নিতে হতো। চোখ বন্ধ করে সব ব্যাপারে 'না' উচ্চারণ এবং পরিত্যক্ত শশ্যানের খড়ি সংগ্রহকারী কর্মচারীর মত বিনা কাজে হাই তুলে অফিস পাহারা দেওয়া ছাড়া তাদের কোন চিন্তা, উদ্যম, গরজ কিছুর বালাই ছিল না। এই ঐতিহ্য থেকেই কমপিউটার বোর্ড ও বর্তমান কমপিউটার কাউন্সিলের জন্ম। এজন্যই এদেশের কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে এই হতোদ্যম পরিবেশ।

গত দশকে এরশাদ আমলে কমপিউটার সংগ্রহে ব্যাঙ্কগুলো ঈষৎ সুযোগলাভ করে। দেশের প্রধান শাসক নিজ দফতরকে প্রশাসন, অর্থায়ন, বাজার, বিনিয়োগ ও বৃহৎ করকারী কেনাকাটার তথ্য মনিটরিং-এর জন্য কমপিউটারায়ন করায় এবং নিজে কমপিউটার থেকে অভিষ্ট তথ্য আহরণ করার প্রায়োগিক পারদর্শিতা অর্জন করায় এ যন্ত্রটির ব্যবহার ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সরকারের মধ্যে ধ্যানধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটে। এ সুযোগে হস্তান্তরিত পূবালী ব্যাঙ্ক সিস্টেম এ এস ৪০০ আনে। সোনালী ব্যাঙ্ক ৮০-র দশকের শেষ দিকে IBM Main frame-এর মালিক হয়। জনতা ব্যাঙ্ক,রূপালী ব্যাঙ্ক নিজস্ব ছোট ২টি পিসি অর্জন করে এবং তারা বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের main frame ব্যবহার করে কেন্দ্রীয় হিসাবপত্রে কিছুটা অগ্রসর হয়। এসময় ব্যাঙ্কগুলোকে তথ্য বিশ্লেষণ, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও দক্ষতা অর্জনের জন্য Financial Sector Reform Project (FSRP)-এর আওতায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও ইউএস এইড একটা সমীক্ষণে হাত দেয়। ২০ মাসে এ সমীক্ষার ফলে ব্যাঙ্কিং খাতে কমপিউটারায়নের সচেতনতা দেখা দিলেও পুরাতন অফিসার এবং দায়িত্বশীল উচ্চমহল এটাকে বেশ বাড়তি ঝামেলা বলে মনে করছেন। এসব ব্যক্তিগত চিন্তার দৈন্যতা এড়িয়ে সমকালীন প্রয়োজনটা চিহ্নিত হয়েছে এ সমীক্ষায় বর্তমানে এ প্রকল্পের মেয়াদ করা হয়েছে চার বছর।

অগ্রণী ও জনতা ব্যাঙ্ক কাউন্টারে লেনদেনের জন্য কমপিউটার ব্যবহার করতে পারছেনা। Back office ব্যাঙ্কের কাউন্টারের পেছনের দাপ্তরিক কাজেই এসব মেশিনের ব্যবহার চলে মূলতঃ অন্তব্যাঙ্ক লেনদেন মিটমাট করার জন্য। মুসলিম বিশ্বের যে ব্যাঙ্কিং প্রতিভা অতিদ্রুত বিস্তার লাভ করায় বুশ ও জনমেজরের দেশ থেকে প্রতি আক্রমণের শিকার হন, সেই আগা হাসান আবেদী ছিলেন পাকিস্তান আমলে ইউবিএল-এর প্রতিষ্ঠাতা। সেদিন তাঁরা গ্রাহকদের পরিসেবা দানের জন্য আদমজীদের মত কমপিউটার পরিসেবা চালু করেছিলেন। বাংলাদেশ আমল ব্যাঙ্কিং কমপিউটারায়নের ক্ষেত্রে সেই ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত হয়ে নতুন বিপত্তির মধ্যে নতুন করে কমপিউটারের চাহিদা অনুধাবনের যুগ। এ যুগে নীতিনির্ধারকরা দেশবিদেশের অগ্রগতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে rule of thumb-হাতের আন্দাজে অগ্রসর হচ্ছেন। কমপিউটারের দাম অভাবিতভাবে কমে এসেছে এ যুগে। দক্ষ জনশক্তি বেড়েছে খুবই তাৎপর্যপূর্ণভাবে। এ যুগের ব্যর্থতা তাই নীতিনির্ধারকদের। এই আক্কা-শাসকদের পথ দেখানোর জন্য FSRP-এর যে উপদেষ্টাদের হাজির করা হচ্ছে, তার চাইতে দক্ষতর লোক দেশের মধ্যে আগেও ছিল।

উপদেশনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে গত দশকের কমপিউটার কাউন্সিল কেন্দ্রিক এমন একজনকে, যিনি একটা হায় হায় কোম্পানী ভাসিয়েছিলেন।

তবু আশা করা যাচ্ছে, দেশের ব্যাঙ্কগুলো ডিসেম্বর'৯৩-র মধ্যে মাঝারী পাল্লার কমপিউটার পাবে। কাউন্টার বা ব্যাঙ্কের ফ্রন্ট অফিসে ব্যাঙ্কিং সার্ভিস প্রদানের জন্য শেরাটনে একটি ব্যাঙ্ক পিসি ল্যান ব্যবহার শুরু করেছে। মজার ব্যাপার, আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের পদস্থ কর্মকর্তারাও তাদের ব্যক্তিগত অর্থ জমা দেওয়া ও উত্তোলনের জন্য ফ্রন্ট অফিস কমপিউটারায়ন করা এইসব শাখায় যাচ্ছেন। কারণ, টাকা তুলতে সেখানে এক মিনিটের বেশী সময় লাগেনা। খুবই সস্তা, ধরুন বিদেশী সফটওয়্যারের দামের তুলনায় এক পঞ্চমাংশ দামে দেশী কোম্পানীসমূহ Bexibank-3000+ জাতীয় যে ব্যাঙ্কিং সফটওয়্যারসমূহ তৈরী করেছে, তা দিয়ে চমৎকার কাস্টমার সার্ভিস, ব্যাঙ্ক অফিস, ইন্টারব্যাঙ্ক কনসিলিয়েশন সবই সম্ভব হচ্ছে।

Novell-এর নেটওয়ার্কে এসব প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আগামী তিনমাসের মধ্যে রমনা, বিএডিসি, মতিঝিলে কিছু ব্যাঙ্ক ফ্রন্ট অফিসে দ্রুত কাষ্টমার সেবা নিশ্চিত করবে। ব্যাঙ্ক ইন্দোসুয়েজ ৫টা শাখায় এমন সুবিধা আনছে। জনতা ব্যাঙ্ক তাদের আবুধাবী শাখায় এ ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে। আমরা আস্থা অর্জন করছি। বললেন প্রবীণ কমপিউটার বিজ্ঞানী আনিসুর রহমান। সামাজিকভাবে অটোমেটিক টেলর মেশিন গ্রহণযোগ্য হলে, আমরা লোকমানবশূন্য মেশিনে আমানতের কার্ড পরীক্ষা ও তাতে হিসাব উৎকীর্ণ করে মেশিনে টাকা প্রদান করার যন্ত্রের যুগে পা দিতে পারবো।

শীর্ষ নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রবল। আন্তঃব্যাংক ও বিশ্বব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে অহর্নিশি লেনদেন, বিনিময় ও তথ্য আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা যখন সম্পূর্ণ নূতন একটি যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তখন দ্বিধান্বিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের কাছ থেকে একমাস ও পনের দিন করে করে অনবরত সময় বাড়িয়ে নিচ্ছে এবং পথ-পন্থা হাতড়ে চলেছে, প্রায় দিশাহারা অবস্থায়। অনির্ধারিত সফরে অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রধান ও বিদেশী মুদ্রার মহাজাতকগণ দেশ দেশান্তরে ছুটছেন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের সাবেক প্রধান ভেঙ্কটরমন, ভারতীয় বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবসায়ী সমিতির প্রধান নির্বাহী ভি অনন্ত শ্রীমাননকে আমন্ত্রণ করে আনা হচ্ছে। সঙ্কট সমাধানের সূত্র ও ধারনা লাভের আশায়। সেমিনারের পর সেমিনার, কর্মশালার পর কর্মশালার পরেও সংশয় ও ঝুঁকি কমেনি।

ভারত রুপীর রূপান্তরে অগ্রসর নয়

অথচ কমপিউটারে অগ্রসর ভারত নিজেও বলছে, ব্যাংকিং খাতে রুপীকে পূর্ণ রূপান্তর করার মত যোগাযোগ ও অর্থনীতি তার নেই। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও ঢাকায় খুব একটা নিশ্চিত সমাধান সূত্র নির্দেশ করতে পারেননি। আসলে, এক কালের ব্যাংকার ও বর্তমানে কমপিউটার জগতের অন্যতম প্রবীণ ব্যক্তিত্ব জনাব এম এন ইসলাম বলেছেন, ভারত কেবল বানিজ্য খাতে আমদানী ব্যয় ও রপ্তানী আয়ের রুপীকে রূপান্তরযোগ্য করার খোলা পদ্ধতি চালু করেছে। সে ব্যবস্থা বাংলাদেশে গত ২/৩ বছর ধরেতো আছেই।

বড় ঝুঁকির সামনে বাংলাদেশ

কিন্তু বিপদ অন্যত্র। ঢাকায় একটি বিদেশী ব্যাংকের বৃটিশ ট্রেজারী কন্ট্রোলের ভন্ডারী ডেভিড হ্যানকক অক্টোবর মাস শুরু হবার একদিন আগে নিজ ব্যাংক কর্মীদের যে কথা বলেছেন, তা শুনলে আমাদের ব্যাংকিং খাতের উৎকণ্ঠার হেতু বোধগম্য হতে পারে। হ্যানকক বলেছেন, ডলারের সাথে টাকার অবাধ বিনিময়ের হিড়িকে ব্যাপক কারচুপি ও জালিয়াতির পালা শুরু হবে। বৈদেশিক মুদ্রার বাজার এতদিন যা ছিল আড়াল ও প্রচ্ছন্ন, সেই সব ভয়ঙ্কর জালিয়াতি ও সম্পদ স্থানান্তর সরাসরি এসে ভর করবে ব্যাংকের কাউন্টারে। শত সূত্রে জড়িত এসব লেনদেনের তথ্য চোখের নিমিষে সরাসরি যাচাই করে নিতে না পারলে ঘটে যাবে বড় বড় বিপর্যয়।

এসব বিপদ মোকাবেলার মত হাতিয়ার ও পদ্ধতি নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অবাধ বিনিময়ের অর্থনীতির আবর্তের মধ্যে তরী ভাসায় কুজটিকার মধ্যে। কূল থেকে কূলে পৌঁছানোর যাদু অতি উন্নত সফটওয়্যার ও ই-মেইল নেটওয়ার্ক তাদের হাতে। ডেভিড হ্যানকক বলেছেন, চেক বা স্থানান্তর আদেশ দানকারীর লিমিট বা অর্থকর্জ করার অধিকারের সীমা কতখানি, যার একাউন্টের সাথে এ পক্ষ লেনদেন করছে, তার লিমিট কতটুকু, এসব তথ্য কাউন্টারের পেছনে প্রতি মুহূর্তে যাচাই করা এবং লেনদেন-পার্টি-ব্যাঙ্কভান্ডার, ব্যাংক ব্যবসায়ের বহুমুখী দায়দায়িত্ব, সর্বোপরি ব্যাঙ্কের ইজ্জত রক্ষার কঠোর নৈতিকতা মেনে চলতে গেলে কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যাবে।

এ বর্ণনা শুনলেই বোধগম্য হয়, কতিপয় বিশাল লেজার, হাতে লেখা ছিন্নবিচ্ছিন্ন কাগজপত্র, দু'দশগন্ডা ফাইল এবং কর্মক্লান্ত কর্মীদের স্মৃতির উপর ভর করে বর্তমানে যে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আমাদের চলছে, তার বিশৃঙ্খলা ও পদ্ধতিগত সীমাবদ্ধতার উপর দাঁড়িয়ে টাকা-ডলার একহারা করার পদক্ষেপ কী নিদারুণ ঝুঁকিপূর্ণ।

পরিচালনার চ্যালেঞ্জ ঃ একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার অসহায়

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে বর্তমান জরাগ্রস্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার করে টাকা-ডলার একহারা করার অর্থনৈতিক পর্বে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ঝুঁকি কমানোটা বাংলাদেশের অর্থনীতির সামনে এক operatiobal চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের অর্থনীতি নীতির ক্ষেত্রে নয়, operation বা পরিচালনার ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা। দিন যত যাচ্ছে, অগ্রসরনীতি যত আসছে, ততই কর্ম পরিচালন হয়ে উঠছে দুরূহ। এ প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহকালে ঢাকায় বেসরকারী খাতে স্থানান্তরিত একটি ব্যাঙ্কের শাখায় দক্ষতার জন্য প্রশংসাপত্র পাওয়া একজন তরুণ ম্যানেজারকে কয়েকদিন ধরে অবলোকন কালে দেখা গেল, তাঁর শাখায় বিদেশী মুদ্রার একাউন্ট খোলার হুকুমপত্র এসেছে। গার্মেন্টস, চিংড়িসহ বিভিন্ন বিকাশমান খাতের উগবগে তরুণ ব্যবস্থাপক ও উদ্যোক্তারা অবিশ্বাস্যরকম বড় অঙ্কের

আন্তঃব্যাঙ্ক যোগাযোগবিহীন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কমপিউটার

বোম্বাইর রাজপথের পাশে SBI ব্যাঙ্কে ঢুকলে সেখান থেকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কমপিউটারের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবসায়ী তার বৈদেশিক মুদ্রা হাতে পেতে পারেন, কিন্তু মতিঝিলে কোন ব্যাঙ্কে দাঁড়িয়ে আপনি বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন না। রাজধানী ঢাকার কমপিউটার ব্যবহারকারী ব্যাঙ্কসমূহের সাথেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে অবাধ বাণিজ্য ও বিদেশী বিনিয়োগ প্রত্যাশী দেশে এ অবস্থা কল্পনাও করা যায় না।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক বর্তমানে main frame কমপিউটার ব্যবহার করছে MACRO অর্থনীতির দিশারী পরিসংখ্যান রচনা, তফসিলী ব্যাঙ্কের আমানত, বিল, লেনা-পাওনা, সমবায় ব্যাঙ্কের দায়-দেনা-আগাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় হিসাব, বিনিময়হার, আর্থিক জরীপ, ঋণতথ্য, তরল অর্থের প্রাপ্যতা। বন্ধকী ঋণ মঞ্জুরী, আইডিএ ঋণের ব্যবহার, ঋণশোধের নির্ঘন্ট, প্রাইজবন্ডের পুরস্কারপত্র যাচাই, কৃষিঋণ বন্টন ও আদায়, এনসিএল ও জনতা ব্যাঙ্কের গোপনীয় টেষ্ট কী তৈরী, রূপালী ব্যাঙ্কের আন্তশাখা লেনদেন, প্রবাসীদের অর্থপ্রেরণের হিসাব রক্ষণ ও বিশ্লেষণ ছাড়াও ব্যাঙ্ক বুলেটিন, ইকনমিক ট্রেন্ডস, জাতীয় দায়দেনার নিকাশ শীর্ষক প্রকাশনার তথ্য যোগানদার ভান্ডার হিসাবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কমপিউটার ব্যবস্থা অসংলগ্ন। তফসিলী ব্যাঙ্কগুলির সদর ও প্রিন্সিপ্যাল অফিসের সাথে কমপিউটারের সরাসরি যোগাযোগ নেই। এমনকি, অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের ব্যবহৃত কমপিউটারগুলিকেও একটি ল্যানে সংযুক্ত করেনি। অর্থখাত সংস্কার প্রকল্পের (FSRP) আওতায় একটি Central Information Bureau ও একটি অর্থব্যবস্থাপনা ও প্রায়োগিক শাখা (MMTU) প্রতিষ্ঠা করবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। তখন এর কার্যক্রমে আলাদীনের চেরাগের স্পর্শ ঘটবে বলে আশা করা যায় না। কারণ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কমপিউটার রাজ্য যারা চালাচ্ছেন তারা দিশা, প্রায়োগিক সহায়তা, উৎসাহ স্বপ্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতাহীনতার মধ্যে noncreative পরিবেশে কাজ করছেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতেও কমপিউটার এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের আওতায় Currency Swap Arrangement এ বাংলাদেশ সদস্য দেশগুলির সাথে জড়িত। এসব দেশের বাণিজ্যিক লেনদেনে কার অবশিষ্ট পাওনা কতখানি তা নিকাশ করা বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের কাজ। এ বাণিজ্যিক লেনদেনে ভারত, ইরান, বার্মা ছাড়া বাংলাদেশসহ সবদেশ ঘাটতির মধ্যে। টাকা রূপান্তরযোগ্য হলে বিশ্ব ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কসমূহের অজস্রমুখী লেনদেন ঘটবে। তার মনিটরিং-এর পদ্ধতি এতদিন ছিল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সমর্পিত। এখন এটাকে অবাধ করার জন্য সরকার নীতি ঘোষণা করলেও তথ্যবিনিময় ও খোলাবাজারে লাভবান হবার মত করিৎকর্মা দক্ষতার অভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক রক্ষণশীল হয়ে পড়েছে।

স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক কাজ করার অধিকার পায়নি। এদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থমন্ত্রণালয়ের একটা field office বা অধিদফতরের মত। সেজন্য অর্থমন্ত্রণালয়ের monetory ও ঋণ ব্যবস্থাপনাই এ ব্যাঙ্কের কমপিউটার শাখার প্রধান কাজ। সমগ্র দেশের কয়েক হাজার ব্যাঙ্ক শাখার মাধ্যমে ঋণদান ও উসুলের গতিশীল প্রক্রিয়ার সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মুদ্রানীতির ব্যবস্থাপক হিসাবে ভূমিকা পালন করছে সাইক্লোষ্টাইলে তৈরী সার্কুলারের মাধ্যমে। সার্কুলার ভিত্তিক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাপনার বদলে মনিটরিং ও গতিশীল দিকনির্দেশনার মাধ্যমে ব্যাঙ্কিং খাতের গতিময়তার কান্ডারী হতে পারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কমপিউটার অন্যান্য ব্যাঙ্কের অন্ততঃ প্রধান দফতর ও প্রিন্সিপ্যাল শাখার কমপিউটারের সাথে সংযুক্ত না হলে এই ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা অসম্ভব। বিদেশী মুদ্রার সাথে স্বদেশী মুদ্রার অবাধ একহারা বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলোর সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অহর্নিশ যোগাযোগ, ছাড়াও প্রয়োজন পড়বে ভিডিও বা ই-মেইল কনফারেন্স, তাৎক্ষণিকভাবে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সাথে যোগাযোগ রক্ষার। বাংলাদেশের কমপিউটার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মতই বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কেন্দ্রীয় অবস্থান নিয়ে বসে আছে, সক্রিয় যোগাযোগে যাচ্ছে না। প্রতিমুহূর্তে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যাঙ্কের শাখায় শাখায় ম্যানেজারের কমপিউটারের মনিটরে ভেসে না উঠলে মতিঝিলের এই কাঁচের শার্সির সবুজ বাড়ীটির নিয়ামক ভূমিকার অভাবে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় খন্ড খন্ড ৭ ভূঁইয়ার রাজত্ব কায়েম হবে।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মক্রিয়ার ক্ষেত্রসমূহের তালিকার উপর চোখ বুলালে দেখা যাবে আন্তব্যাঙ্ক সংযোগ ও যোগাযোগের কমপিউটার ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি এখনও। এ শূণ্যতার মধ্যে বিদেশী মুদ্রার অবাধ বিনিময় ঝুঁকিবহুল।

অর্থ জমাদান, এলসি খোলা, বৈদেশী মুদ্রা স্থানান্তরের কাজ ও পরামর্শের জন্য তাঁর কাছে আসছেন। কর্মচারীরা ফতুল্লা, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ থেকে তাঁর ব্রাঞ্চে আসেন।

তারা সাঁঝের আগে কাজ শেষ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন। কাজের চাপ বাড়ছে। কর্মচারীরা ভেঙে পড়ছে। গ্রাহকেরা সময় বাঁচানোর জন্য আরও ক্ষিপ্রতা দাবী করছেন। ম্যানেজার এ. কে. শহীদুল্লাহ ধৈর্যের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বলছেন, সবাই চলে যান। আমি একাই ব্রাঞ্চ রান করানোর ক্ষমতা রাখি। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে বন্দুকের গুলীটাও ছুঁড়তে পারবো আপনাদের প্রহরীর আগে। জিজ্ঞাসা করলাম, কমপিউটার নেই? অথৈসাগরে নিমজ্জমান মানুষ জীবনরক্ষা আঁকড়ে ধরে যেভাবে, সমগ্র ক্ষোভ, উত্তেজনা এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে ঠিক সেভাবে কথাটা লুফে নিয়ে তিনি বললেন, কিছু নেই, একটা হাতুড়ে টাইপরাইটার ছাড়া। বললেন, একটা পিসি দিন। আমার আর কিছু লাগবে না। এর চাইতে অনেক দক্ষতায়, আমি ক্যাশকাউন্টার হতে লেজার এবং সবকিছু, সবকিছু চালাতে পারবো। দুহাত দিয়ে কপাল থেকে মাথার চুল পেছনের দিকে ঘষে নিয়ে মানুষটি এদিকে ঝুঁকে বললেন, জানেন, কমপিউটারে ব্যাঙ্ক প্রোগ্রামে এলসি থেকে যাবতীয় ফরমের ফরমেট-নিটোল মুসাবিদা চৌকসভাবে সাজানো থাকে। কেবল তারিখ, নাম, ঠিকানা, অঙ্কটা বসিয়ে দিলে নিমিষে ঝকঝকে কাজটা বেরিয়ে আসে। সময় পেলে গিয়ে বসে বসে দেখি। আমরা নাকি একটা পিসি পাবো . . .

সামান্য একটা পিচ্চি কমপিউটার যার সাকুল্যমূল্য একজন কর্মচারীর একবছরের মাইনেও নয়, সেটা একটি ব্যাঙ্ক শাখাকে নিখুঁত হিসাব, ক্যাশ ব্যালেন্স হতে ব্যালেন্সশীট তৈরী, যাবতীয় ফরমের ফরমেট, যাবতীয় একাউন্টের নির্ভুল হিসাব, আন্তব্যাঙ্ক লেনদেনের নির্ভরযোগ্য হিসাবপত্র, কর্মচারী ব্যবস্থাপনার বিশদ বৃত্তান্ত রক্ষা, সম্ভাব্য পার্টিদের সাথে মধুর সংলাপের পত্ররাজি, দ্রুততা, আধুনিকতা, গ্রাহক সেবা এমনকি একটা সমষ্টিগত উন্নত মানসিকতা দিতে পারে।

সবটা ঘটছে কমপিউটারের অভাবে

ফুটপাতের সামনে দরজা খুলে অজস্র গ্রাহকের জন্য অপেক্ষমান ব্যাঙ্ক শাখার কর্তা যে কথাটি বললেন, ঠিক একই কথা আমাদের বললেন জনতা ব্যাঙ্কের ২৩ তলার উপরে উপবিষ্ট বাংলাদেশ কমপিউটার সোসাইটির সভাপতি, জনতা ব্যাঙ্কের কমপিউটার এডভাইজার আনিসুর রহমান। এদেশের ব্যাঙ্ক-বীমাখাতে তিনচার দশকের কমপিউটার ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আনিসুর রহমানের। তাঁর মতে, আমাদের ব্যাঙ্কিংখাতের অনাধুনিকতা, বিশৃঙ্খলা, অগ্রগতির অভাব, সবটাই ঘটছে সামান্য কমপিউটারের অভাবে। কাউন্টার, ব্যাঙ্ক অফিস, হেড অফিসের সাথে শাখাগুলির সম্পর্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাথে ব্যাঙ্কগুলির এবং আন্তব্যাঙ্ক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কমপিউটার, মোডেম, ফ্যাক্স যদি ব্যবহার করা যায় তাহলে জরাগ্রস্ত ব্যাঙ্কিং খাতে কেবল জরামুক্তিই ঘটেনা, দ্রুত একটা নবজীবন সৃষ্টি হয়। আমরা কোথায় পিছিয়ে পড়েছি, সেটা সনাক্ত হয়েছে সবেমাত্র।

নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত

স্বাধীনতার পর জাতীয় বাজেট ছিল ৩০০ কোটি টাকা। এখন গার্মেন্টস শিল্পের আমদানী রপ্তানী ক্রমেই দশ হাজার কোটি টাকার দিকে গড়াচ্ছে। আমদানী-রপ্তানী বাড়ছে বছরে শতকরা ১০ হতে ২০ ভাগ করে। ৫ বছরে আমদানী-রপ্তানী দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। এ বিপুল চাপে ব্যাঙ্কিং খাতের মানুষেরা সকল ব্যর্থতা ও গ্লানির মধ্যে বেদনার্ত, গ্রাহকরা হতাশ, বিদেশীরা বিরক্ত। টাকার রূপান্তরযোগ্যতা এই লেনদেন সহ সরাসরি মুদ্রার বাণিজ্য (money trading) কে এ বাংলাদেশে অভাবিতভাবে বহুমাত্রিক ও ব্যাপক করে তুলবে। কেননা, রুশ বিদ্রোহে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত নিকটবর্তী দেশসমূহের উৎসাহবোধ, মায়ানমার পরিস্থিতি, থাইল্যান্ডে অবকাঠামোর অভাব বিশ্ব অর্থনীতিতে সাগর পাড়ের বাংলাদেশের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে। এখানে বিদেশী মুদ্রাই পণ্য হিসাবে বিনিময়ের যে ব্যাপক আয়োজন শুরু হবে, তাতে অতি দক্ষ বাংলাদেশের বাঙালী মুদ্রাব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করবে ব্যাঙ্কক, সিঙ্গাপুরে দশক ধরে তাদের অর্জিত উচ্চ দক্ষতার আলোকে। ইক একচেঞ্জে এসে বিনিয়োগে অবতীর্ণ বিদেশী লগ্নি কোম্পানীগুলিও এ ব্যবসায়ে নামবে। তখন- একজন আমানতদার টাকার পূর্ণ বিনিময়যোগ্যতার সুযোগে তার আড়াই কোটি টাকার আমানত সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার ব্যাঙ্কে সকালবেলা স্থানান্তর করতে পারবেন। এগারোটায় তিনি সব অর্থ ডলার হতে পাউন্ডে, দুপুর বারোটায় পাউন্ড হতে ফ্রাঁতে, তা থেকে ১টার মধ্যে লাভলোকসানের হিসাব কষে মূলটাকা ব্যাঙ্কক পাঠিয়ে দিয়ে নিজে নগদ কড়ি তুলে রাত ৯টায় লন্ডন রওনা দিতে পারবেন।

কোথায় কোন মুদ্রার দর কী, কোন বাজারে কোন মুদ্রার দাম কত উঠলো– এ সামান্য তথ্য পাবার সাথে সাথে অজস্র আমানতদারের আমানত ও বিনিময়ের হিসাব কষে তার সম্ভাব্য বিনিময়ের গতিধারায় দাঁড়িয়ে শক্তভাবে কাজ করতে না পারলে অবাধ বিনিময়যোগ্যতা পাকিস্তানের মত অবস্থা ডেকে আনবে। পাকিস্তানের convertibility ছিল সত্যিকার অবাধ বিনিময়। বিসিসিআই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা আবেদী সহ অজস্র আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং প্রতিভার দেশ পাকিস্তান। এতদসত্ত্বেও অবাধ বিনিময় যোগ্যতার সুযোগে ধুম ধাড়াক্কা ব্যাঙ্কপত্র উত্থান হুল্লা করে সেয়ানা ও ধড়িবাজ ধলাকালা ফরেনকারেন্সীওয়ালারা বিপুল হারে সম্পদ বাইরে

ভারতে ব্যাঙ্ক কমপিউটারায়নে এত গতি, তবু বলে ধীর–

বাংলাদেশের অবস্থা কত করুণ, তা বোঝা যায় অগ্রসর ভারতের আহাজারিতে কান পাতলে। গত একদশক ধরে নিজস্ব হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এবং বিশ্ব ছেঁকে আহরিত জ্ঞানপদ্ধতি দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের কমপিউটারায়নের পর ভারতীয় ব্যাঙ্কার ও কমপিউটারবিদগণ বলেছেন, সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে ব্যাঙ্কগুলোকে পরিপূর্ণভাবে কমপিউটারায়ন না করলে অর্থনীতি ও শিল্পায়ন, বিদেশী ও বেসরকারী বিনিয়োগে কোন গতি আসবে না। ৭ লাখ কর্মচারীসহ ৬০ হাজার শাখা নিয়ে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং চলছে কিন্তু ভারতে মাত্র ১৩৫টি শাখা নিয়ে বিদেশী ব্যাঙ্ক মোট আমানতের ১০ শতাংশ হস্তগত করে ফেলেছে। আরও দশটি ব্যাঙ্ক বেসরকারী খাতে অনুমোদন পেলে তাদের হাতে মার খেতে শুরু করবে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলো।

ভারতের সরকারের মত বাংলাদেশ সরকারও দাতাদের চাপানো শর্তে স্থির করে নিয়েছে যে, দক্ষতার প্রতিযোগিতায় যারা এগিয়ে আসবে, তারাই কেবল পৃষ্ঠপোষকতা পাবে। অদক্ষ ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কার কমপিউটার ও উন্নতর পদ্ধতির (সফটওয়্যার) অভাবে সঙ্কটে নিমজ্জিত হলে কেউ তাদের উদ্ধার করবে না। কমপিউটারাইজড ব্যাঙ্কিং-এ চেক গ্রহনের ২ মিনিটের মধ্যে নগদ অর্থ হস্তান্তর করা যায় এমন গতির সাথে পাল্লা দেবার জন্য মানুষের কোন দক্ষতা যথেষ্ট নয়।

আগামী ৫ বছরের মধ্যে ভারতের ২৫০০ ব্যাঙ্ক শাখা পুরাপুরি কমপিউটারায়নের ব্যাপারে নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন নিখিল ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছে সম্প্রতি। যেসব ব্যাঙ্ক দৈনিক কমপক্ষে ৭৫০টি ভাউচার প্রসেস করে তারা সর্বাগ্রে কমপিউটারায়নের আওতায় আসবে। প্রথম বছরে ৪০০ শাখা পূর্ণাঙ্গ কমপিউটারায়ন করা হচ্ছে।

দশ বছর আগে রঙ্গরাজন কমিটি ভারতের শাখা অফিস, আঞ্চলিক অফিস সহ ব্যাঙ্কসমূহের সদর দফতরের কার্যক্রম কমপিউটারায়নের সুপারিশ দিয়েছিল। বাংলাদেশের চাইতে এক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি বিপুল। তবু বলা হচ্ছে যে, এ গতি মোটেও যথেষ্ট নয়। কেবল গ্রাহকদের ভীড় সামলালে এখন আর চলবে না। শাখাগুলোর ব্যাক ও ফ্রন্ট অফিসকে স্বয়ংচালিত করতে হবে। বসাতে হবে অটোমেটিক টেলর মেশিন। সেবা প্রদানকারী শাখাগুলোর জন্য বিশেষ সফটওয়্যার দরকার পড়বে। প্রশাসনিক অফিসে লাগবে ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, ই-মেইল, ডকুমেন্টস্টোরেজ ও সঞ্চিত তথ্য ঘেঁটে দেখার পদ্ধতি।

একই নগরের সকল শাখা পরস্পরের সাথে যুক্তহলে গ্রাহক শহরের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্তে ছুটে না গিয়ে যেকোন শাখায় টাকা জমা দিতে ও তুলতে পারবেন। ৫ বছর আগে Banknet কাজ শুরু করার পর এখন এক শাখা থেকে অন্য শাখায় কেবল অর্থ নয়, অন্যান্য বাণিজ্যিক কাগজপত্রও প্রেরণের সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন তারা। গ্রাহক এখন যেকোন Banknet শাখায় দাঁড়িয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে বিদেশীমুদ্রার ব্যবসায়ীর হাতে বিদেশী মুদ্রা হস্তান্তরের সুযোগ পাচ্ছেন, কমপিউটার যোগাযোগের ফলে। এবং নিজের বৈদেশিক মুদ্রার আমানতের হিসাব পুনঃপরীক্ষা করতে পারেন। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্ক Society for Worldwide Inter-Bank Financial Telecommunication (SWIFT)-এর আবির্ভাবের ফলে BankNetকেও মনে হচ্ছে অর্থের অপচয়।

৬২৪৯টি এডভান্সড লেজার পোস্টিং মেশিন বসেছে ভারতের ২৩০৩টি ব্যাংক শাখায়। আঞ্চলিক ব্যাঙ্ক অফিসে বসেছে ৩০৭টি মিনি কমপিউটার। ১৩টি ব্যাঙ্ক তাদের সদর কার্যালয়ে মেইন ফ্রেম স্থাপন করেছে। আরও ২৮টি শাখায় পূর্ণাঙ্গ কমপিউটারের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। নয়াদিল্লীর পার্লামেন্ট স্ট্রীটে কানাড়া ব্যাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ কমপিউটারায়ন হয়েছে সম্প্রতি। এখন এ শাখা তার ২০ হাজার গ্রাহককে কমপিউটার সেবার সুবিধা দেবে। সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাদের সময় লেগেছে প্রায় ২ বছর। বোম্বাইতে কাফ্ফা প্যারেড শাখা SBI-তে গ্রাহকেরা সরাসরি টার্মিনালে বসে নিজের একাউন্ট ও তথ্যের অনুসন্ধান নিজেই করতে পারেন। এ ব্যাঙ্ক ৭৫ কোটি রুপী ব্যয়ে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আহরণ করার পরেও মাত্র ৫টি শাখায় দিতে পেরেছে কমপিউটার সুবিধা। যেসব ব্যাঙ্ক এ বিপুল বিনিয়োগের সামর্থ অর্জন না করবে তাদের দুয়ারে কাষ্টমার পা দেবে না।

নিয়ে গেছে। পাকিস্তানের অর্থনীতিকে দেউলিয়াত্বের প্রান্তে নিয়ে গেছে এই অবাধ convertibility। ব্যাঙ্কিংখাতে দীর্ঘদিনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, কমপিউটার জগতের এমন ব্যক্তিত্ব কয়েকজনই আছেন। কমপিউটার সোসাইটির আনিসুর রহমান, ফ্লোরা লিমিটেডের এম, এন, ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা দুজনই পৃথকভাবে আমাদের বলেছেন, কনভার্টিবিলিটি ভারত যেটুকু করেছে, রুপীর ২৮ ভাগ অবমূল্যায়নের পর, সেটুকু বাংলাদেশে এমনিতেই ছিল গত কয়েক বছর ধরে। ভারত কেবল বানিজ্যখাতে আমদানীর জন্য রুপীকে ডলার-পাউন্ডে রুপান্তর ও রপ্তানী আয়কে সম্পূর্ণ বাজারদরে ব্যাঙ্কের মধ্যে বিনিময়ের সুযোগ দিয়েছে। বাকী সব ক্ষেত্রে ভারত রুপীকে অবাধে বিনিময়যোগ্য করেনি। ডলারের বস্তা মাথায় নিয়ে দেশ থেকে বিদেশে কাউকে যেতে দেয় না ভারত। উপার্জন অবাধে বিদেশে প্রেরণেরও সুযোগ নেই। পাকিস্তান এমন সুযোগ দিয়েছিল। এবং তার পরিণাম গুরুতর। ব্যাঙ্কগুলি রক্তশূণ্য হয়ে গেছে।

ফাইলপূজারী আমলাতন্ত্র এবং উদাসীন দলিক রাজনীতিকদের হাতে বাংলাদেশের ব্যাঙ্কিং জগৎ স্বার্থ শিকারের মীনক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়। সর্বনাশা বিগত দুই যুগে ব্যাঙ্কিং খাতে অপচয় ও অপব্যয় যা ঘটেছে তা নিয়ে এ খাতকে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে জাতীয় অর্থনীতির প্রত্যক্ষ যোগসম্পর্কের কার্যকর মাধ্যমে হিসাবে গড়ে তোলা যেতো। সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে কমপিউটার বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীগণ ব্যাঙ্কখাতের কমপিউটারায়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার, শুল্ক বিলোপ ও জাতীয় নেতৃত্বের মনোযোগ দাবী করেছেন। এ দাবী যথার্থ।

ব্যাঙ্কসমূহের জন্য দরকার দক্ষ জনশক্তি। ব্যাঙ্কের ও বহিরাঙ্গনে কমপিউটার শিক্ষণ প্রশিক্ষণ আরও জরুরী হয়ে উঠবে ব্যাঙ্ক কমপিউটারায়নের জন্য। পদ্ধতিসম্মত অনুসন্ধানে প্রকৌশল ভার্সিটির নবীন কমপিউটার বিজ্ঞানীরা ব্যাঙ্ক কমপিউটারায়নের জন্য ৮ দফা সুপারিশ পেশ করেছিলেন। কমপিউটারায়নের মাধ্যমে ব্যাঙ্ক দক্ষতর করার জন্য প্রয়োজন হবে সার্বক্ষনিক বিদ্যুত সরবরাহের নিশ্চয়তা। সফটওয়্যার তৈরীর জন্য প্রয়োজন হবে উন্নতমানের স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ। দেশে ও বিদেশে এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরী। ব্যাঙ্কিংখাতের জরামুক্তির কমপিউটার কুশলী পথিকৃতদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক উপার্জন-বেতনভাতা নিশ্চিত না করলে তাদের পরিসেবা পাওয়া যাবে না।

ব্যাঙ্কের নীতিনির্ধারকদের কমপিউটার ব্যবহারের পদ্ধতি ও সুফল সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সর্বোচ্চস্তরে কমপিউটারবিদদের স্থান নিশ্চিত করতে হবে। কমপিউটার কাউন্সিলের হতশ্রী অবস্থা ব্যাঙ্কসহ নানা ক্ষেত্রে এক দুর্বহ জটিলতা সৃষ্টি করেছে। এ কাউন্সিলকে কমপিউটারে যোগ্যতাহীন ও এস ডি লালনের আখড়ায় পরিণত করেছে সরকার। ইতিহাসের শিক্ষার্থী এখানে কমপিউটার পন্ডিত হিসাবে বসে বিদেশে এদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন— তারপর বিনা নোটিশে বিদায় হয়ে যান, আরেকজন অবিশেষজ্ঞ এসে এখানে চাপেন। সরকারের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে, ব্যাঙ্কিং হতে কৃষি পর্যন্ত সর্বত্র আধুনিকায়নের জন্য যে কমপিউটার অপরিহার্য, তার নিয়ামক কাউন্সিল কোন তামাসা খেলার আসর নয়।

টাকাকে রুপান্তরযোগ্য করার বিকল্প হচ্ছে টাকার জোরতর অবমূল্যায়ন। রুপান্তরযোগ্য টাকা নিয়ে বিশ্ববাণিজ্যের সামনে দাঁড়ানোর যে চ্যালেঞ্জ এসেছে অর্থনীতির সামনে, তা যুগ ও জাতিকে মোকাবেলা করতে হবে। কমপিউটার জগৎ সহ কমপিউটার জগতের পথিকৃতেরা যে দাবী জানিয়ে আসছেন তা আজ রুপায়নের সময় এসেছে। এ পর্যটিতে সরকার ও দাতা সংস্থা এবং ব্যাঙ্কগুলি অবদান রাখছেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক, প্রশিক্ষণ, ই-মেইল সহ সমগ্র অর্থনীতিতে তথ্যপ্রযুক্তি বড়ভাবে নিয়ে আসার নিকটি চিন্তার মধ্যে নিয়ে কাজ শুরু হলে সাত বড় কাজ একদফায় সম্পন্ন করা দরকার। সেক্টর রিফর্ম নয়, সার্বিক কমপিউটারায়নের পথে অগ্রসর হবার মানসিক ও পলিসিগত পদ্ধতি গ্রহণ করলে খত খত আয়ুর্বেদ বচনার প্রয়োজন হয় না। জাতি ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক, বীমা, বানিজ্য, শিক্ষা, তথ্যশিল্পে নতুন শতাব্দীর অভিসারী হতে পারে। ☐

কমপিউটার জগৎ-এর

গ্রাহক হবার জন্য বার্ষিক দুইশত টাকা এবং ষান্মাসিক একশত দশ টাকা মাত্র 'কমপিউটার জগৎ' এই নামে ১৪৬/১ আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

বাৎসরিক গ্রাহকের জন্য দুইটি, ষান্মাসিক গ্রাহকের জন্য একটি এবং ট্রেনিং সেন্টার গ্রাহক হলে চারটি কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার বই বিনামূল্যে দেয়া হবে। পত্রিকা এবং বইসমূহ রেজিস্ট্রী ডাকে অথবা কুরিয়ার সার্ভিস মারফত পাঠানো হয়।

কমপিউটার জগৎ প্রকাশনার বইসমূহ–
* ডস সহায়িকা * লোটাস সহায়িকা * উইন্ডোজ সহায়িকা
* ওয়ার্ডস্টার সহায়িকা * ডিবেজ সহায়িকা * পিসি ট্রাবল শুটিং
* ওয়ার্ডপারফেক্ট সহায়িকা * ডিটিপি সহায়িকা।

কমপিউটার বিষয়ক যে কোন লেখা, সফটওয়্যার টিপস বা মতামত লিখে পাঠান। ছাপানো লেখার জন্য যথাযথ সম্মানী দেয়া হয়।

সম্পাদক

digitek

1 YEAR WARRANTY

DIGITEK IS THE MOST ARTISTIC PRESEATION OF THE HIGHEST SCIENTIFIC MANUFACTURING TECHNOLOGY.

ATTRACTIVE COMMISSION FOR DEALERS !!

If you care for quality digitek is the best !

The Best In Quality, The Best In Performance & The Best Value For Your Investment.

	386 DX-40	DIGITEK 386 SX-33	DIGITEK286 - 20
1. Processor	80386DX	80386 SX	80286
2. Speed	40 MHz	33 MHz	16 MHz
3. RAM	2 MB	1 MB	1 MB
4. Hard Disk	120 MB (128 KB Cache)	40 MB (IBM)	40 MB (IBM)
5. FDD	1.2 &1.44	1.2 MB & 1.44 MB	1.2 MB & 1.44 MB
6. Casing	Super Mini Tower	Super Mini Tower	Super Mini Tower
With VGA mono monitor	Tk.57,000.00	Tk.42,000.00	Tk.36,000.00
With SVGA color monitor	Tk.65,000.00	Tk.50,000.00	Tk.44,000.00

Complete set imported

Sole Distributor :

IPSHEETA TRADE
78, Kazi Nazrul Islam Avenue
(3rd Floor Sonali Bank Building)
Farm Gate, Dhaka-1215

Tel : 817564
310140